হলিউডের বাংলা পত্রিকা
একুশ 21
www.ekush.info
Ekush (Bengali Community Newspaper) Hollywood, California, USA
Volume 02, Issue 13, November 18, 2007
১৮ নভেম্বর ২০০৭ রবিবার ▲ ৬ জিলকদ ১৪২৮ ▲ ৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৪

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হলো ▶পৃ.৮

হারিস মাহমুদ

"হে নিরাকার সন্তান আমার, তোমার নিহত জন্মের কাছে, আমি আদমের মতো আজো অপরাধী হয়ে আছি" - হারিস মাহমুদ ▶পৃ..৫

ছাত্র বিক্ষোভ : তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পেশ রাজনীতিকেই দুষলেন বিচারপতি হাবিবুর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রীতিকর ঘটনা তদন্তে গঠিত এক সদস্যের বিচার বিভাগীয় কমিশন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভের জন্য ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতিকে দোষারোপ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার কমিশনের রিপোর্ট প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের কাছে হস্তান্তর করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বিচারপতি হাবিবুর রহমান এ তথ্য জানান। রিপোর্টে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন করে শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া ১৯৭৬ সালের পলিটিক্যাল পার্টি রেগুলেশনস (পিপিআর) সংশোধন, সেনা-সিভিলিয়ান সম্পর্ক বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যান্টনমেন্টের সম্পর্ক ও পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের একই রঙের পোশাক নির্ধারণ, গলায় পরিচয়পত্র ঝুলিয়ে রাখার বিধানসহ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত অর্থে উচচশিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করতে বিভিন্ন সুপারিশ রয়েছে। এছাড়া এতে কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের ব্যাপারে নমনীয় হওয়ার সুপারিশ ছাড়াও ভিসি, ডীন নিয়োগে শক্তিশালী সার্চ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়।
রিপোর্টে মোট ২৮টি সুপারিশ রয়েছে। এর মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে ১৪ সুপারিশ থাকছে। বাকি ১৪টি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়ে।

দুই নেত্রীর বিচার নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন
: ইইউ প্রতিনিধি দল

বাংলাদেশের সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার বিচার সঠিকভাবে হচ্ছে কি না এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে কি না এ বিষয়ে অনেকেরই উদ্বেগ রয়েছে বলে জানালেন ঢাকা সফররত ইওরোপিয়ান ইউনিয়নের পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের প্রধান রবার্ট ইভাস। এখনই জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া উচিত কি না সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে রবার্ট ইভানস বলেন, একটি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আগে সব রাজনৈতিক দলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া উচিত। কিন্তু নির্বাচনের আগে সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জরুরি অবস্থা থাকাকে সমর্থন জানালেন তিনি। তিনি বলেন, এ সরকার শুধু নির্বাচনের লক্ষ্যেই কাজ করছে না একটি গণতান্ত্রিক ভিত্তি তৈরিতেও তারা চেষ্টা করছে। এ সময়কে বর্তমান সরকারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাফলা নিয়ে আবার ঘাপলা। বাংলাদেশ ডে প্যারেড হচ্ছে ৩০ মার্চ, ২০০৮।

একুশ রিপোর্ট

গত ২৮ অক্টোবর, ২০০৭ ছিলো বাফলা কর্তৃক ঘোষিত সাংগঠনিক নির্বাচন। সংবিধান প্রণয়নের পর পরই বাফলা তার নির্বাচনের ঘোষণা দেয় কিন্তু নির্বাচনের দিন করে। পক্ষে-বিপক্ষের কথা কাটাকাটিতে শোরগোলের সৃষ্টি হয়। এমন সময় ডঃ নাজমুল উল্লাহ ফ্লোর আয়ত্বের মধ্যে আনার চেষ্টা করেন। তিনি উপস্থিত সকলকে হাঁ-না প্রশ্নে আবদ্ধ করে ভোটের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসেন।

আহুত বিপরীতমুখী স্রোতে নির্বাচন ভন্ডুল হয়ে যায়। বাফলার তালিকায় ৬৮টি সংগঠনের ৩৯টি সংগঠন অংশগ্রহণ করেছে এবং ২৯টি সংগঠন এখনও যোগদান করেনি। কমিউনিটির বিশিষ্ট সংগঠক সামসুল ইসলাম নির্বাচনী মিটিং-এ বৈধতার চ্যালেঞ্জ করে অতীতের ঘটনাবলী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাফলার প্রথম মিটিং-এ উল্লেখ করা হয়েছিলো লস এঞ্জেলেসে সকল সংগঠনের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বছরে একটি দিন একত্রে বাংলাদেশ ডে বা প্যারেড করা হবে। সেই মন্ত্রে সকলেই একমত হয়েছিলেন।

কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সেই পরিকল্পনা সুচতুরভাবে একটি সংগঠনে পরিণত করা হয়েছে, যা মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তিনি বলেন যে, আমরা বাফলাকে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন হিসাবে দাঁড় করিয়ে ঐক্যের নামে বিভেদ বা দ্বিধা বিভক্তি করতে চাই না। বাফলা একটি এডহক কমিটি হিসাবে থাকবে, যাদের কাজ হবে প্রতি বছর একটি বাংলাদেশ প্যারেডের আয়োজন করা। সংগঠন করে কতিপয় ব্যক্তি লস এঞ্জেলেসে নেতাদের নেতা হওয়ার পাঁয়তারা করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। জনাব ইশতিয়াক চিশতি বাফলার গঠনতন্ত্রের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াকে ননসেন্স হিসাবে আখ্যায়িত করেনে। এদের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন মেজর হামিদ, এমদাদুল হক বব প্রমুখ। সংবিধান কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ হাসেমের সাথে প্রতিপক্ষ গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ

১). সংবিধানের পক্ষে, ২). এডহক কমিটির পক্ষে ভোট হলে ৩১ এবং ১৯ ভোটের ব্যবধানে সংবিধানের পক্ষে বিল পাশ হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ মাহাবুব খান ঘোষণা দেন যে আগামী ১৮ নভেম্বর বাফলার নির্বাচন সংগঠন মোতাবেক অনুষ্ঠিত হবে। অপরদিকে বিপক্ষ মহল মনে করে যে, ডঃ নাজমুল উল্লাহ সত্যকে ধামা চাপা দিয়ে বাফলাকে ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি প্রক্রিয়াকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দিলেন। এদিকে প্রতিপক্ষ গ্রুপ যাতে বাফলার নির্বাচন না হতে পারে তার জন্য নানান পরিকল্পনা করছে বলে জানা গেছে। তাদের একটাই কথা বাফলাকে নিয়ে সংগঠন করতে দেবোনা। যদি ঐক্যকে কেউ উপেক্ষা করে জোরপূর্বক নেতা হওয়ার জন্য সংগঠন গড়ে তোলে, তাহলে বাফলাকে কেন্দ্র করে অনৈক্যের সৃষ্টি হবে। হয়তো আর একটি বাফলার জন্ম নেবে। এটাই কি বাফলার উদ্দেশ্য বলে প্রশ্ন করেছে বিপক্ষ পার্টি। ডঃ মাহাবুব খান জানান যে, আমরা অতি স্বচ্ছতার সাথে বিগত নয় মাস প্রকাশ্যে এই প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়েছি। তখন কেউ কিছু বলেনি, হঠাৎ করে এখন আপত্তি ওঠার পিছনে কি কারণ আছে তা আমার জানা নেই। বাফলার ক্রান্তিলগ্নে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব কর্ণেল ওমর হুদার অনুপস্থিতি অনেকেই এ মূহুর্তে অনুভব করছেন। উল্লেখ্য যে, প্যারেডের পূর্বে একদল সংগঠক বাফলার সংবিধানের প্রশ্নে বাফলা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলো। এবার বাফ-লার সাংবিধানিক কাঠামো নিয়ে টান পড়েছে। কোন রকম সমঝোতা ব্যতিরেকে যদি বাফলা নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধান প্রতিষ্ঠা করতে যায় তাহলে আবার দ্বিতীয় দফা ভাংগনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে বলে আভাস পাওয়া গেছে।

বাফলা সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিলো একতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় স্বার্থে একটি দিনের নামে সৌহাদ্যপূর্ণ সহঅবস্থানের মনোবৃত্তি প্রদর্শন। আসলে কি তাই হচ্ছে ? এটাই কমিউনিটির মানুষের কাছে এখন প্রশ্নাকারে দেখা দিয়েছে।

বাফলার সর্বশেষ সংবাদ
নির্বাচন আবারও স্থগিত ঘোষনা, নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ গুরত্ব হারাচ্ছে

১৮ নম্ভেবর বাফলার সর্বশেষ মিটিং শ্যাটোতে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন স্থগিত করে আগামী প্যারেডের জন্য ২০ সদস্য বিশিষ্ট এড-হক কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশে সিডরের আঘাতে বিপন্ন জনপদ, এই প্রসংগে আলোচনা হয় এবং দুর্গতদের সাহাযার্থে রিলিফ বা অর্থ সংগ্রহে সবাই কি বাফলার মাধ্যমে সংগ্রহ করবে নাকি নিজ নিজ উদ্যোগে বা সংগঠনের মাধ্যমে সংগ্রহ করবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তার মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করুন
বন্যার্ত মানুষের সাহাযার্থে
এগিয়ে আসুন। জনস্বার্থে - একুশ

বালার আপডেট
চক্রান্তের জালে বালা

একুশ ডেস্ক

এগারো (১১) বছর পর বালার উজ্জীবনির শুরুতে কতিপয় ব্যক্তি বিশেষ চক্রান্তের জাল বুনছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগে প্রকাশ, অতীতে তাদের একাংশ নির্বাচনী ষড়যন্ত্রে নাকি জড়িত ছিলেন। তাদের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষ ছল চাতুরীর করে এই নির্বাচনকে পকেটের মধ্যে ভরার পায়তারা করছে বলে বিশেষ মহল সমালোচনা করেছে। কারণ কোর্ট প্রদত্ত বালার নির্বাচনী প্রক্রিয়া খুবই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। এখানে কোন দলাদলি, ষড়যন্ত্র করার অবকাশ নাই। কোর্টের নির্দেশ হলো, বালাকে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যকরী পরিষদ গঠন করা এবং যার নির্দেশ কোর্ট এগারো (১১) বছর আগেই দিয়ে দিয়েছেন। বহুবিধ বঙ্গ সন্তানের কুটিল মনেবৃত্তির কারণে আজও তা বাস্তবে পরিণত হতে পারেনি। যাওবা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, ▶পৃ..৬

জাতীয় চার নেতাকে হত্যার ফলে জাতীয় নেতৃত্বে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা আজও পূরণ হয়নি

-বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ক্যালিফোর্ণিয়া শাখা ▶পৃ..৯

মৃতের সংখ্যা বাড়ছেই

ঢাকা, নভেম্বর ১৮ (বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম)- লাশের সংখ্যা বাড়ছেই। সরকারি হিসাবে রোববার রাত ১২টা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ২ হাজার ৩০০। তবে রেড ক্রিসেন্ট আশঙ্কা করছে, এ সংখ্যা ১০ হাজার ছুঁতে পারে। লণ্ডভণ্ড দক্ষিণে লাখ লাখ মানুষ অপেক্ষায় আছে ত্রাণ আর সুপেয় পানির। ঘূর্ণিঝড় সিডর আঘাত হানার পর সুন্দরবন এলাকার সাড়ে ৪০০ বনকর্মীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিদ্যু[ৎ] সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের অনেক এলাকাই অন্ধকারে।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা রোববার রাত ১২টায় জানান, ওই সময় পর্যন্ত তারা ২ হাজার ৩০০ জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছেন। তবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির হিসাবে এই সংখ্যা প্রায় পৌনে তিন হাজার। রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে সোসাইটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, মৃতের সংখ্যা ১০ হাজারে পৌঁছাতে পারে।

এদিকে রোববার সকাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতির একটি তালিকা করেছে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়। ওই তালিকা অনুযায়ী, সারা দেশের ১২২টি উপজেলার ৮৭৭টি ইউনিয়ন ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব এলাকায় ৮ লাখ ৮২ হাজার ৩৯১টি পরিবারের ৩১ লাখ ২২ হাজার ৭৪৬ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দুর্গত এলাকাগুলোতে ১৮ হাজার ১২২ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। আংশিক ক্ষতি হয়েছে ৭ লাখ ৪ হাজার ৭৬৮ একর জমির ফসলের। ২ লাখ ৭৩ হাজার ২৩৩টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আংশিক ক্ষতি হয়েছে ৬ লাখ ৭ হাজার ৩১১টির। ২ লাখ ৪২ হাজার ৩৫০টি গরু, ছাগল ও হাঁস, মুরগি মারা গেছে। ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ এবং ৪ হাজার ২৬টির আংশিক ক্ষতি হয়েছে। ৫৮ কিলোমিটার রাস্তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৩৬৩ কিলোমিটার রাস্তা। ৩৯ কিলোমিটার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। এছাড়া ৩৪ লাখ ৫ হাজার ১৯টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ উপড়ে বা ভেঙে গেছে।

সিডর আঘাত হানার পর ৪৮ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও সুন্দরবন এলাকায় কর্মরত প্রায় সাড়ে ৪০০ বনকর্মীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। অসংখ্য জেলে এখনও নিখোঁজ।

ঘুর্নিদুর্গতদের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্যের আশ্বাস

ঢাকা, ১৭ নভেম্বর (বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম)-- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ঘুর্নিঝড়ের শিকার মানুষদের জন্য "গভীরতম সহানুভূতি" ব্যক্ত করেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র শ্যন ম্যাককরম্যাক শুক্রব-ার ওয়াশিংটনে এক লিখিত বিবৃতি পাঠ করে বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের ঘুর্ণিদুর্গত মানুষের জন্য গভীরতম সহানুভূতি জানাচ্ছে।" তিনি আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এ বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশ সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।
ম্যাককরম্যাক বিবৃতিতে আরো বলেন, আগে থেকেই বিদ্যমান জরুরি মার্কিন সাহায্য ঘূর্নিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির ধাক্কা লাঘব করায় সাহায্য করছে।
এদিকে জাতিসংঘের জরুরি সাহায্য ত্রাণ বিষয়ক সমন্বয়কারী জন হমস নিউ ইয়র্কে সাংবাদিকদের বলেন, "ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা হবে খুবই মারাত্মক। সারা দেশই এ ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রধান প্রয়োজনগুলো হবে খাদ্য, আশ্রয় আর স্বাস্থ্যসেবা।" জন হমস বলেন,রোমভিত্তিক বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি উচ খাদ্যপ্রাণসম্পন্ন ৯৮ মে. টন বিস্কুট সাহায্য পাঠাচ্ছে যা ৪ লাখ মানুষের তিনদিনের খাদ্যের চাহিদা মেটাবে। এছাড়া জাতিসংঘ তার জরুরি তহবিল থেকে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার পাঠানোর জন্যও প্রস্তুত বলে তিনি জানান।

'যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন হোক তা আ'লীগ ও শেখ হাসিনা চাননি'

তপন চক্রবর্তী: আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক তা সত্যিকার অর্থেই চাননি। তারা কখনও যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন বেগবান হোক তাও চাননি। যে কারণে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যুর পর ক্ষমতার রাজনীতির কৌশলে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কার্যক্রম আওয়ামী লীগের অধীনে ব্র্যাকেটবন্দি হয়ে পড়ে। শহীদ জায়া ও শহীদ ভগ্নি বেগম মুশতারী শফী আমাদের সময়ের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় এসব মন্তব্য করেন। বেগম মুশতারী শফী বিগত ৯২ সালে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির চট্টগ্রাম জেলা শাখার আহ্বায়ক হন। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যুর পর তিনি এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়কের পদ গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর করে তোলেন। তবে নানান 'ষড়যন্ত্রের' বেড়াজালে পড়ে তিনি নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে যান। তিনি বিষয়টিকে এই বলে ব্যাখ্যা করেন যে- ক্ষমতার লোভে আপসের রাজনীতির মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর প্রেসক্রিপশনে ওই সময়ে আমাকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। আর এভাবেই যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়া তুমুল আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।
তিনি বলেন, বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর একে একে স্বাধীন দুর্নীতিদমন কমিশন গঠন, নির্বাচন কমিশনে স্ব"ছতা আনয়ন এবং সর্বোপরি বিচারবিভাগ পৃথককরণে যে ভূমিকা রেখেছে, তাতে দেশের আপামর জনসাধারণ আশার আলো দেখছেন। মানুষ বুক বেঁধে এও আশা করছেন যে, এ সরকারের আমলেই যুদ্ধাপর-াধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু হবে।
বেগম মুশতারী শফী যুক্তি দেখিয়ে বলেন, যুদ্ধাপর-াধীদের বিচার বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে শুরু করতে হবে। এ মামলার বাদী হবে সরকার,আমরা এ মামলার সাক্ষী হব। বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকায় এখনও অসংখ্য মানুষ স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের হত্যা, নির্যাতনের ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছেন।

বন্যার্তদের সাহায্যার্থে
প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে মিশিগান প্রবাসী বাংলাদেশীদের অনুদান

▶পৃ..৬

USBBF HOSTS SEMINAR FOR MEMBERS OF REAL ESTATE AND HOUSING ASSOCIATION OF BANGLADESH IN LOS ANGELES

By M Zafar Ullah

Los Angeles, Ca: On October 27th, 2007 a group of REHAB (Real Estate and Housing Associations of Bangladesh) members came in at Los Angeles to attend an Introductory Seminar on Real Estate Investments in Bangladesh.
The members of REHAB were Mr.Sirajul Hoque, Dr.Kazi Aynul Hoque, Mr.M Shahjahan Mia, Dr.Moinul Islam Mahmood and Mr.Omar Farooq.
The seminar was hosted by the Bangladesh Consulate in Los Angeles in conjunction with USBBF (United States Bangladesh Business Forum).
The purpose of organizing this seminar by USBBF is to open new avenues and opportunities for Non Resident Bangladeshis (NRB) living in United States for purchasing Real Estates in Bangladesh thru a recognized

P..6

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ভ্যালীর ঈদ পুনর্মিলনী উদযাপন

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ভ্যালী গত ৪ নভেম্বর, ২০০৭, রবিবার দুপুরে নর্থ হলিউডের ম্যাগনোলিয়া পার্কে এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দিনটি ছিলো রৌদ্রজ্জ্বল। মৃদু বাতাসে ছিল প্রাণের ছোঁয়া। ঝলমলে রঙিন পোষাকে ঈদের আনন্দ ছিল সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণে। ভাবিরা ঘরে রান্না করা পোলাও, বিরিয়ানী, গরু-মুরগীর তরকারী, ডিম, সব্জী, শুটকি, মিষ্টি, সেমাই, পায়েস নিয়ে এসেছিলেন সাথে করে। সে সব রান্নার ঘ্রাণ যেনো ছড়িয়ে পড়েছিলো পার্ক জুড়ে। কেউবা সোডা, কেউবা পানি, আইসক্রীম, আবার একজন নিয়ে এসেছিলো মজাদার চা। দু'পর্বের এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা। ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়, এই সভার সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জনাব শফিকুর রহমান। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিয়াজ মোহাইমেন। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন জনাব আবুল বাশার। এরপর ছিলো বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনা। গানে অংশ নেন জনাব আমজাদ, হাকীম, নিয়াজ, চপল, পুতুল ভাবী, কোহিনূর ভাবী, আমজাদ ভাবী, মালেক ভাবী এবং শিশু শিল্পী দিয়া।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি লস এঞ্জেলেস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল জনাব আবু জাফর বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষা করা, পাশাপাশি দেশ ও জাতির প্রয়োজনে বিভিন্ন বিশুদ্ধিকরণ অভিযান চলছে। দেশে ১৪ কোটি জনগণের অর্ধেক মহিলা। পূর্ববর্তী সরকার এই নারী জাতির জন্য উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত অবৈতনিক করেছে। শিক্ষা শেষে চাকুরীর নিশ্চয়তার জন্য সরকারের লক্ষ্য থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা আছে। প্রাইভেট সেক্টরে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার বাংলাদেশী পাসপোর্টের সময়সীমা ৫ বছর থেকে ১০ বছরে বর্ধিত করেছে। এতে করে প্রবাসী বাংলাদেশীরাও উপকৃত হবেন। তিনি আরও বলেন, আপনারাই ঠিক করবেন আপনারা কিভাবে সংঘবদ্ধ থাকবেন। প্রত্যেক প্রবাসীই পারেন এ দেশের জনগনের সামনে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ডঃ জয়নাল আবেদিন, হাবিব আহমেদ টিয়া, ফ্রেন্ডস শফিউল আলম বাবু।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী মেজর (অবঃ) হামিদ, ক্যালিফোর্ণিয়া বিএনপি সভাপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী কাঞ্চন, ▶পৃ..৮

লস এঞ্জেলেসে এয়ারবেল ডেভেলপমেন্ট টেকনোলজিস: কক্সবাজারে ফাইভ স্টার হোটেলের সুযোগ সুবিধায় এপার্টমেন্ট

একুশ রিপোর্ট

১১ নভেম্বর, ২০০৭ থেকে লস এঞ্জেলেসে এয়ারবেল ডেভেলপমেন্ট টেকনোলজিস লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রবাসীদের সাথে দেখা করতে এসেছেন। নিউইয়র্কে রিহ্যাবের পর ইতিমধ্যে নয়টি (৯)-র মতো স্টেটে তাদের "দ্যা কক্স টুডে"এর প্রকল্প নিয়ে প্রবাসীদের সাথে দেখা করেছেন। কক্সবাজারে ফাইভ স্টার হোটেলের সুযোগ সুবিধায় এপার্টমেন্ট প্রজেক্ট সম্পর্কে অবহিত করার জন্য লস এঞ্জেলেসে আসছেন। বাংলাদেশে এই প্রথম এয়ারবেল প্রবাসীর স্বপ্ন পূরণে ভিন্ন কনসেপ্ট নিয়ে তৈরী করতে যাচ্ছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার সী বীচ সংলগ্ন সম্পূর্ণ ফার্নিস করা স্টুডিও এপার্টমেন্ট। এতে থাকবে উন্নত বিশ্বের আধুনিক হোটেল সমূহের ন্যায় সকল সুযোগ সুবিধা। এ প্রকল্পে ৩৩৫ থেকে ১২৫০ বর্গফুটের স্টুডিও এপার্টমেন্ট কিনে আপনি বৎসরে ৩০ দিন অবকাশ যাপন এবং বাকি দিনগুলির ফাইভ স্টার হোটেলের মালিক হিসাবে নিশ্চিন্তে ভাড়া পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকবে। যোগাযোগ ঃ ইউএসএ ডিরেক্টর মুহিত - (২১৩)-৪৪৬-২৫৯২

একুশ পড়ুন
Ekush:818-941-3876

রিদম-এর আরো একটি নূতন চমক
এল.এর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রায় বছর খানেকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নূতন মাল্টিকালচারাল "রিদম"

এ বছরের লোটাস ফেস্টিভ্যালে সাড়া জাগানোর পর এবার চমক দেখালো তাদের সদ্য সমাপ্ত রিদম নাইট-এর মধ্য দিয়ে। গত ১৬ অক্টোবর, ২০০৭ Bellflower এর ``Civic Center British Auditorium'' এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রিদমের উদ্যোগে আয়োজিত মাল্টিকালচারাল নাইট "রিদম নাইট"। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মেক্সিকো হাওয়াইয়ান আমেরিকান শিল্পীদের একটি নূতন সাজে ও ভিন্ন আঙ্গিকে আগাগোড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি ছিলো আলো ঝলমল ও মনোমুগ্ধকর। যথারীতি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শুরু হয়ে এর সফল সমাপ্তি ঘটে রাত ১২টায়। উল্লেখ্য যে, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭:৩০ মিনিট পর্যন্ত projection-এর মাধ্যমে দূর-দূরান্ত থেকে আগত শ্রোতাদের জন্য রিদমের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর উপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এই প্রথমবারের মতো দর্শক শ্রোতারা গতানুগতিক অনুষ্ঠান ধারা থেকে ভিন্ন কিছু দেখতে পেয়ে রিদমের প্রশংসায় মুখরিত হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুটা হয়েছিলো সমস্ত শিল্পীদের উপস্থিতিতে প্রথমে বাংলা জাতীয় সংগীত ও পরে আমেরিকান জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। এর পর পরই রিদমের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান রাঙ্গা শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উপস্থাপক জনাব শহীদুল ইসলামকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করার অনুরোধ করেন। নাচ, গান, বন্দনা, উচ্চাঙ্গ সংগীত, দলীয় সংগীতের সাথে নৃত্য পরিবেশনা, পল্লীগীতি, বিভিন্ন দেশের গান ও গজল পরিবেশনের মাধ্যমে দর্শকদের আনন্দে মাতোয়ারা করে দিয়েছে রিদম। রিদম পরিবারের বাচ্চাদের অভূতপূর্ব পরিবেশনা "আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী" সকল দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। ঊর্মী, শেলী, হানিফ, এমাদ চিশতী, শিল্পী, রাজিয়া, কৃষ্ণা পাল, জাহাঙ্গীর আলম, মোঃ আলম, তুলসী সাহা সহ রিদমের সকল শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনা ছিলো রীতিমতো অসাধারণ।

মিতা হোসেনের পরিচালনায় দলীয় ও একক নৃত্য পরিবেশনায় শেলী ও রাঙ্গা 'গ্রাম বাংলা'র ঐতিহ্য নিয়ে সংগীতের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে দর্শক শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলে। মিতার একক নৃত্যও ছিলো অনবদ্য এবং অসাধারণ। মেক্সিকান সালসা নৃত্য, ▶পৃ..৮